দৈনিক সংবাদ

তারিখ 1 0 APR 1994
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

55

# সন্ত্রাসপ্রবণ ছাত্র রাজনীতি

ছাত্রদল–ছাত্রলীগ সংঘর্ষে বন্ধ হয়ে গেছে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ। ছাত্রদলের দু'গ্রুপের যুদ্ধের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে মাগুরা শ্রীপুর কলেজ। ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রাজশাহী বিআইটি, ছাত্রদলের দু'গ্রুপের অব্যাহত হানাহানির ফলে।

ওপরের প্রতিটি খবর শিক্ষাঙ্গনের, ছাত্র রাজনীতির। প্রতিটি খবরই ছাপা হয়েছে গত ১৭ই এপ্রিলের দৈনিকগুলোয়। আশ্চর্যের কথা যে, প্রতিটি খবরই সাম্প্রতিক ছাত্র রাজনীতির সন্ত্রাসবাজি চেহারা তুলে ধরে, শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে তোলে আমাদেরকে।

পত্রপত্রিকার রিপোর্টাররা এভাবেই রিপোর্ট করবেন যে, কোন্ প্রেক্ষাপটে, কোন্ কোন্ দল বা গ্রুপের সংঘর্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ জোর দিতে চান কোন্ দল বিজয়ী হল, কোন্ দল পরাস্ত—তা জানতে নয়। তারা উদ্বিগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের অনেক কষ্টের, অনেক আশার সন্তানদের নিরাপত্তাহীনতায়। তারা চিন্তিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন-তখন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের যে হাল দাঁড়াচ্ছে, তা নিয়ে।

দেশের মানুষের এই উদ্বেগ, এই চিন্তা নিয়ে কারও কোন ভূক্ষেপ নেই। না সরকার, না বিরোধীদলের। আমরা মনে করি না যে, সরকার ও বিরোধীদলের দায় সমান এবং একই রকমের। ছাত্র রাজনীতির রক্তপায়ী চরিত্র বদলাবার দায় দু'পক্ষের দু'রকমের অবশ্যই। কিন্তু সরকারীদলের পাশাপাশি বিরোধীদলও তো দখল-জবরদখলের একই ধারা অনুসরণ করছে। চলছে অপচর্চার অভিন্ন রাজনীতি। আশাপ্রদ কোন ভিন্ন ধারা সৃষ্টির কোন চেষ্টা নেই। ছাত্রদলের দু' গ্রুপের খুনোখুনি তো সর্বজনবিদিত। কিছুদিন আগে পত্রিকায় খবর এলো এই সন্ত্রাসী দু'গ্রুপের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে, আপসরফা হয়েছে। মিটমাট করে দেয়ার এ ধরনের উদ্যোগ-আয়োজন যে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এবং এটা যে সমাধানের প্রমাণিত নিষ্ফল পথ—একথা বড় বড় নেতাকে কে বোঝাবে। ১৭ই এপ্রিলের দৈনিকেই আরেকটি খবর এসেছে ছাত্র সন্ত্রাসের। ছাত্রলীগ (ম-ই)-র কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে কর্মী শামসুন্নাহার হলের গেট থেকে প্রতিপক্ষ গ্রুপের এক নেত্রীকে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল পার্শ্ববর্তী জগন্নাথ হলে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার এ ধরনের ন্যক্কারজনক অরাজনৈতিক ঘটনাকে কি বলা যাবে নৈরাজ্যের পথে আরেক ধাপ এগুনো ছাড়া?

একথা নতুন করে বলার কিছু নেই যে, ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনকে পঙ্গু করে ছেড়েছে। গত কিছুদ্দিন ধরে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে ঘটে গেল লাশের মালিকানা নিয়ে বক্তৃতাবাজির রাজনীতি। তোমার দলের লাশ, না আমার দলের লাশ—এই হল উভয়পক্ষের একমাত্র দাবি। কারা মরলো, কেন মরলো, কারা এভাবে মারতে পারলো, তাদের ধরা হবে না কেন—মাঝখান থেকে বাদানুবাদের চোটে এসব অতিআবশ্যিক প্রশ্ন গেল হারিয়ে। ছাত্র রাজনীতিতেও চলছে একই দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা। রাজনৈতিক মোকাবেলা বুঝি না, যে করে পারো প্রতিপক্ষকে সামলাও, ঘায়েল করো, ফেলে দাও। সন্ত্রাসের ঘটনাগুলোর পর্যালোচনাও হয় তেমনিভাবেঃ কে কাকে হটালো, কোন্ দল কোথাকার তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করলো, এ ঘটনার ফলে কোন্ পক্ষ টেকনিক্যালি জিতে গেল ইত্যাদি। মাঝখান থেকে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর এই রাজনীতি, তার লাভ-লোকসানের জরুরী প্রশ্নটি যায় হারিয়ে। এই প্রতিযোগিতার দুনিয়ার, উৎকর্ষের পেছনে ছুটন্ত এই বিশ্বলোকে এই যে এতগুলো ছাত্র এতগুলো দিন, শিক্ষাবর্ষ নষ্ট করছে, তার কোন কৈফিয়ত নেই, নেই কোন দায়িত্ববোধ।

ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত রাজনৈতিক দলগুলোর এবংবিধ কার্যকলাপে সাধারণ ছাত্র-অভিভাবক-জনতা হতাশায় ডুবে আছে। জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ক্রমেই বেড়ে ওঠার এই যুগে ছাত্র রাজনীতির সন্ত্রাসবাজি নিয়ে এরকম চুপ মেরে থাকা যে এক প্রকারে জাতির উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার মুখে পদাঘাত করা, একথা কে তাদের বোঝাবে।